সংবাদ

তারিখ ... 24 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ২ ...

প্রতিষ্ঠার ৪৯ বছর

চবিতে চতুর্থ সমাবর্তন ঘিরে সাজ সাজ রব

আরিফুল ইসলাম, চবি

২০০৮ সালের পর অবশেষে জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সমাবর্তন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট মো. আবদুল হামিদ। আগামী '৩১ জানুয়ারি গ্র্যাজুয়েটদের বরণ করে নেওয়া হবে। এ উপলক্ষে চবির কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে বিভিন্ন রঙে ঢঙে সাজানো হচ্ছে সমাবর্তন মঞ্চ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এটি দেশের সব থেকে বড় সমাবর্তন। এবারের সমাবর্তনে অংশ নিচ্ছে ৭ হাজার ১৯৪ জন গ্র্যাজুয়েট। জানা গেছে, আগামী ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি সমাবর্তন অংশ নেয়া গ্র্যাজুয়েটগণ তাদের গাউন সংগ্রহ করতে পারবেন।'এছাড়া সমাবর্তনের দিন সকালে ক্যাম্পাসে ৭২টি বুথ বসানো হবে। এসব বুথ থেকেও গাউন সংগ্রহ করতে পারবেন। চবি রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. কামরুল হুদা বলেন, '২৯ ও ৩০ জানুয়ারি গাউন সংগ্রহ করা যাবে। তবে গাউন সংগ্রহ করতে প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইটে দেওয়া নির্ধারিত ফরম পূরণ করে তা প্রিন্ট করে এক কপি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। ফরম জমা দিলে একটা কোড নম্বর দেওয়া হবে। সেই কোড নম্বর দেখিয়ে গ্যাজুয়েটদের গাউন সংগ্রহ করতে হবে।' এদিকে সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে ঘিরে আট স্তরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে চবি কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, রেলওয়ে, সড়ক ও জনপদ বিভাগ এবং ট্রাফিক, বিদ্যুৎ বিভাগ (পিডিবি) এবং হাটহাজারী উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে বেশ কয়েকবার বৈঠক সম্পন্ন করেছে। চবিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার সঙ্গে অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। চবি উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী বলেন, 'আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। রাষ্ট্রপতির সম্মানার্থে ক্যাম্পাসে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। সমাবর্তন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।' উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠার ৪৯ বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন হয়েছে মাত্র তিনবার, বিশেষ সমাবর্তন হয়েছে একবার। ১৮ জানুয়ারি, ১৯৮১ সালে সর্ব প্রথম হয় বিশেষ সমাবর্তন। এ সময় উপাচার্যের দায়িত্বে ছিলেন প্রফেসর ড. আবদুল করিম। এ সমাবর্তনের সমাবর্তন বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও বিচারপতি আবদুস সাত্তার। এর পর প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছেন প্রফেসর ড. রফিকুল ইসলাম চৌধুরী (ড. আর.আই. চৌধুরী)। সেবার সমাবর্তন বক্তা ছিলেন, চবির সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. আবদুল করিম। ১৯৯৯ সালের ১৩ মার্চে আয়োজন করা হয় দ্বিতীয় সমাবর্তনের। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আব্দুল মান্নান ছিলেন চবি উপাচার্যের দায়িত্বে। এ সমাবর্তনের সমাবর্তন বক্তা ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। সর্বশেষ ২০০৮ সালের ৫ নভেম্বর সমাবর্তনের আয়োজন করেন তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর ড. এম বদিউল আলম। সমাবর্তন বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ভৌত বিজ্ঞানী প্রায়াত প্রফেসর ইমেরেটরস ড. জামাল নজরুল ইসলাম। বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বে আগামী ৩১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হচ্ছে যাচ্ছে চতুর্থ সমাবর্তন।